আল-আজহারের পোপ ও ভ্যাটিকানের শাইখ

আল-আজহার ও গণমাধ্যম যৌথভাবে খ্রিষ্টান পোপের এমন এক ইতিবাচক মূর্তি মানুষের মনে গেঁথে দিয়েছে, যার ফলে মানুষ যেন ভুলেই গেছে যে, তার পরিচয়- সে একজন খ্রিষ্টান এবং ত্রিত্ববাদের দিকে আহ্বানকারী মুশরিক। কথিত মানবতাবাদ ও ক্ষতবিক্ষত গাজা নিয়ে তার দু চারটি কথা যেন তার সমস্ত কুফরিকে ঢেকে দিয়েছে। গাজার সমর্থন যেন সেই মহত্ত্বের মানদণ্ড, যা মানুষের সকল অন্যায় পাপাচারকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দেয়! অন্যদিকে ইসলামকে তারা নিয়ে গেছে দৃশ্যপটের একেবারে বাইরে!

এরা কেবল দাওয়াত আর কৃত্রিম বন্ধুত্বের অজুহাতে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত ধর্মীয় উৎসবে শুভেচ্ছা জানানোর মধ্যে থেমে থাকে নি, বরং আরো অগ্রসর হয়ে তারা তাদের নেতা ও কুফরের ইমামদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছে, যাদের পুরো জীবনের মিশন ছিলো, মানুষকে মহান আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরানো, শিরকের দিকে আহ্বান করা এবং কুফরকে মানুষের সামনে সুশোভিত করা। না, এখানেই শেষ নয়; তারা এমনভাবে তার প্রশংসা ও গুণকীর্তন শুরু করেছে, যেন সে ছিলো ফেরেশতাতুল্য মানবতার মুক্তির দূত! অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তারাই ভ্যাটিকান সিটির মুখপাত্র! এবং পোপের একনিষ্ঠ ধর্মপ্রচারক! তারা রীতিমত "পোপীয় গুনগাথা" নিয়ে এমন রঙ বেরঙের কথা প্রচার করছে, যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ ইসলামের মহান নেতাদের ক্ষেত্রেই কেবল মানায়!

মিডিয়াগুলো তাকে এমনভাবে তুলে ধরেছে, যেন তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে সাধু ব্যক্তি—নির্লোভ, নম্র, গরিব-দুঃখীর অতি আপনজন। তিনি নাকি চকচকে সোনার ক্রুশ পরেননি, পরেছেন শুধুই লোহার। রাজকীয় প্রাসাদ ছেড়ে গেছেন নাকি গরিবদের গির্জায়, যেন গরিবের গন্ধ তার গায়ে লেগে থাকে। এমনকি মৃত্যুর পরও বিলাসবহুল কবর নয়—তার শেষ ইচ্ছা ছিল, তাকে যেন সাধারণ এক গির্জায় কবর দেওয়া হয়। ফলে রোমের ব্যস্ততম রেলস্টেশনের পাশেই একটি গির্জায় তাকে কবর দেওয়া হয় —যেন মৃত্যুর পরেও তিনি 'মানুষের খুব কাছাকাছি' থাকেন!!

এখানেই শেষ নয়, মিডিয়া আরো নির্লজ্জভাবে "পোপের গুনগাথার" সাথে গাজাকে যুক্ত করে দিয়েছে! গাজা নাকি ছিলো তার জীবনের শেষ ওসিয়ত। গাজার উপর যুদ্ধ বন্ধ করার দাবী রেখেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা বুঝি না, সে আসলে গাজার জন্য কোন উপকার করলো নাকি গাজার নাম ভাঙ্গিয়ে নিজের ফায়দা লুটলো। কেননা আজকাল পীর-ফকিরদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে গাজা "কাউকে নীচু করে, আবার কাউকে মহিমান্বিত করে!" আবার তাদের জিহাদি ভাইদের দৃষ্টিতে গাজা হলো ইমানের মানদণ্ড!

পোপের এই গুনগাথা প্রচারে আরো অংশ নিয়েছে
এমন কিছু বাতিলপন্থী সংগঠন –নীতি ভ্রষ্টতা যাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে, কঠিন দুঃসময়ও যাদের সোজা হওয়ার উপলক্ষ হয় না। পোপের মৃত্যুতে শোকবার্তা পাঠানোর প্রতিযোগিতায় ছিলো তাদেরও নির্লজ্জ অংশগ্রহণ। আরো বিস্মকর হলো, "আন্তঃধর্মীয় সংলাপ" উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য তারা তার ভূয়সী প্রশংসা করেছে! যারা মনে করে, তারা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক চাপে এসব বিতর্কিত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়, ইচ্ছাকৃত ভাবে তারা এমনটা করে না —এখানে তাদের জবাব রয়েছে। তাহলে বলুন তো, এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও কিসে তাদেরকে (হামাসকে) বাধ্য করলে এধরনের শোক বার্তা পাঠানোর জন্য? "আন্তঃধর্মীয় সংলাপের" সাথে কী তাদের সম্পর্ক? এতে কি সেই ইহুদি ধর্মও অংশ নেয় –যে ধর্মের সাথে তাদের কোন শত্রুতা নেই, শত্রুতা কেবল ওর সরকার ও বাহিনীর সাথে?! যারা এই গোমরাহ দলগুলোর পক্ষ নিয়ে সাফাই গায়, তারা আসলে বুঝতেই পারে না যে—এই দলগুলো গোমরাহিকে ঠিক ততটাই আগ্রহ আর ইচ্ছা নিয়ে আঁকড়ে ধরেছে, যেমনিভাবে সত্যের অনুসারীরা সত্যকে আঁকড়ে ধরে। যে বড় হয় বিভ্রান্তির চর্চা করে, বুড়ো হয়েও সে ওটা ছাড়তে পারে না। আর যার মৃত্যু যে পথে হবে, তার পুনরুত্থানও হবে সে পথে।

ফলে আল-আজহার যখন পোপকে "ভাই ও বন্ধু" সম্বোধন করে শোকবার্তা পাঠায়, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ" ও "মানবতার বার্তা" নিয়ে কাজ করার জন্য তার প্রশংসা করে, "মানব ভ্রাতৃত্বের" দলীলপত্রে সাক্ষর করে এবং ভ্যাটিকানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে -তখন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই সম্পর্কের পিছনে সম্ভবত "মানবতাবাদ" ছাড়াও ভিন্ন কিছু আছে যা তাদেরকে একত্রিত করে। কারণ "জেসুইট" নামক সন্ন্যাসীর সাথে পোপের সম্পৃক্ততা রয়েছে, যা "সুফি চিন্তাভাবনা এবং সামাজিক প্রচেষ্টার" ধারণা নিয়ে কাজ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, পোপ নিজেই একজন আজহারী তরিকার অনুসারী!

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই তাগুত, যাকে আল-আজহার প্রশংসায় ভাসিয়েছে, তার অনুসারিরাই তার বিরুদ্ধে ভ্রষ্ট নীতি ও আপোষকামিতার অভিযোগ করে থাকে। যেমন, সে সমকামীদের নিন্দা করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং এক প্রশ্নের জবাবে বলে, "আমি কে তাদের নিন্দা করার?" বহু খৃষ্টান নেতা পোপের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করলেও আল-আজহার তার প্রশংসা ও স্তুতির লাগাম আটকাতে পারেনি। কারণ 'মানবতা' এমন এক ছত্রছায়া, যার নিচে সবকিছু ঢাকা পড়ে যায়! এটি এমন এক মহত্ত্ব, যা সব অন্যায় মুছে দেয়! সবার উপরে "মানবতা" এর উপর কিছু নেই!"

মিডিয়ায় প্রচারিত তার আরো একটি শয়তানি গুণগাথা হলো, সে ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেছে, কেননা সন্ত্রাসের কোন ধর্ম হয় না। "ভ্যাটিকানের শাইখ, আল-আজহারের পোপ"ও এমনটাই মনে করেন। এটা সুস্পষ্ট যে, সন্ত্রাস বলতে তাওহীদ এবং জিহাদই উদ্দেশ্য, যা আল-আজহারের চোখে সমর্থনযোগ্য নয়। আর ভ্যাটিকানরা তো জিহাদকে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হিসেবে দেখে। কেননা, জিহাদ হলো তাদের সিংহাসনের পতন এবং ক্রুশের চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার অশনিসংকেত!

অন্যদিকে, এই জাহেলি মিডিয়া—যে পোপকে বানিয়ে তোলে নায়ক, আদর্শ আর মানবতার প্রতীক—তারা-ই আবার মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত বীরদের চিত্রিত করে "তাকফিরি" ও "খারেজি" হিসেবে। এরা বলে, এসব মানুষ নাকি "আসমানী ধর্মগুলোর" শিক্ষা থেকে বিচ্যুত! অথচ পরে দেখা যায়, সেই 'আসমানী ধর্মের'র মানদণ্ড বলতে এরা যা বোঝায় তা হলো, আল-আজহার, ভ্যাটিকান এবং এদের মতো অন্য জাহেলি মতাদর্শের মানব-রচিত ধর্মের শিক্ষা!

জাহেলি মিডিয়ার এই যাদুকরের দল মূলত চাচ্ছে—মানুষের হৃদয় থেকে ইসলামের অলঙ্ঘনীয় মর্যাদা মুছে দিতে। তারা ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে চায় যেন এটা শুধুই একটা আজহারি সুফি তরিকা— ইসলাম একমাত্র সত্য কোন দ্বীন নয়, যা ছাড়া আল্লাহ বান্দার কোন কিছুই

গ্রহণ করবেন না। তাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ভেঙে দেওয়া—যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাদের শত্রুতা ও মিত্রতার নীতি। এর পরিবর্তে তারা 'মানবতার ভ্রাতৃত্ব' নামক মতাদর্শ প্রতিস্থাপন করতে চায়, যা ঈমানের সবচেয়ে মজবুত বন্ধনকে ধ্বংস করে দেয়। এরা আসলে বলতে চায়—ইসলাম নয়, বরং 'মানবতা'ই হলো বিচার-বিবেচনার মানদণ্ড!

তাদের আরেকটি ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হলো, তাওহীদ ও কুফর বিত-ত্বগুতের উপর প্রতিষ্ঠিত নবুয়তের সেই মহান বার্তা মুছে দিয়ে 'মানবতার ধর্ম' প্রতিষ্ঠা করা, যা কেবল ইসলামকে অস্বীকারই করে না, বরং তাকে শত্রু হিসেবে দেখে। তাদের চোখে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাত আর পোপের রিসালাতের মাঝে তেমন কোন পার্থক্য নেই; উভয়টি রহমত, আদল-ইনসাফ ও মানবতার কথা বলে! আজহারি ধারার এই মতাদর্শ ইসলামের জন্য অত্যন্ত বিপদজনক। কেননা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না আজহারিরা কিভাবে তাদের ঈমান-আকীদা নষ্ট করতেছে এবং ইসলামের শিকড় উপড়ে ফেলে এর অমায়িক সংস্করণ হাজির করেছে, যার সাথে কোন ধর্মের বিরোধ নেই।

এই বাস্তবতায় মিশরের আল-আজহারের ভুমিকা মিশরের মিডিয়া সিটি থেকে কোন অংশে কম নয়। একজন আধ্যাত্মিকতার নামে মুসলিমদের ঈমান-আকীদা নষ্ট করছে; আরেকজন বিনোদনের নামে মুসলিমদের আদব-আখলাক ও নৈতিকতা ধ্বংস করছে। ধর্ম ও সংস্কৃতির আড়ালে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা যেন একে অপরের পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে—একদিকে "শাইখ" আরেকদিকে "শিল্পী"। পিছন থেকে ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নাড়ছে আল-আজহার ও ভ্যাটিকান।

পক্ষান্তরে যাদের অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে, তাদের কাছে এই পোপ আসলে ক্রুসেডীয় আগ্রাসনের এক নতুন মুখ। এটি এক ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন, এবং খ্রিস্টান মিশনারির কোমল অস্ত্র, যা মানুষের হৃদয়-মস্তিষ্ক দখলে সামরিক আগ্রাসনের চেয়েও বেশি ধ্বংস ডেকে এনেছে।

আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে—এই পরিস্থিতি এক গভীর দ্বিচারিতার পর্দা সরিয়ে দেয়। একদিকে অনেকেই যেভাবে খ্রিস্টানদের ও তাদের পোপদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জানায়, অন্যদিকে ঠিক সেইরকম ক্রোধ ও আক্রোশ প্রকাশ করে ইহুদিদের ও তাদের রাব্বিদের বিরুদ্ধে—যদিও আল্লাহর কিতাবে উভয়ের ব্যাপারে একই হুকুম এসেছে। সূরা ফাতিহার মতো একটি মৌলিক সূরায় আমরা পড়ি, আল্লাহ আমাদের উভয়ের পথ থেকে দূরে থাকতে এবং তাদের বিরোধিতা করতে আদেশ করেছেন। অথচ বাস্তবতা হলো— মাখরাজ-সিফাতসহ এর বিশুদ্ধ উচ্চারণে মানুষ যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও, এর হুকুম-আহকামগুলো একেবারে এড়িয়ে যায়।

এই 'শোকবার্তা' কেবল আবেগপ্রবণতার প্রকাশ নয়; বরং এটি একটি আকীদা-মানহাজগত বিপর্যয়ের প্রতীক—যা 'তাওহিদের জাতি' এবং 'ত্রিত্ববাদ ও কুফরির জাতি'-র মধ্যকার পার্থক্যকে মুছে দিতে চায়। অনেকের বিশ্বাসে আজ এই পার্থক্য এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, তারা ইহুদিদের শত্রু ভাবে, কিন্তু খ্রিস্টানদের নয়—যা 'উম্মুল কিতাব'-এর স্পষ্ট লঙ্ঘন।

তাই আপনি দেখতে পাবেন, সাধারণ মানুষ ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলে চিহ্নিত করে, অথচ খ্রিস্টানদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তেমন কিছু বলে না। তারা 'রাব্বিদের' বিরুদ্ধে সরব হয়, কিন্তু 'পোপদের' বিষয়ে চুপ থাকে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের এই ইহুদিবিদ্বেষ ধর্মীয় নয়, বরং 'ফিলিস্তিন ইস্যু' দ্বারা প্রভাবিত জাতীয়তাবাদী চেতনার ফল। যে ইস্যুটি তার সূচনালগ্ন থেকেই জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখনও পর্যন্ত তারা সেই জাতীয়তাবাদের ভাগাড়ে পড়ে আছে; দিকহারা উদভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করছে। তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে ঈমানের দূরতম সম্পর্কও নেই, যেমন সম্পর্ক নেই "তুফানের" সাথে "আল-আকসার"। এটি একটি মানহাজগত বিচ্যুতির জটিল প্রতিচ্ছবি, যা 'আল-আজহারের পোপ ও ভ্যাটিকান শাইখের' যমানায় এসে জীবন্ত রূপ ধারণ করেছে।

যে আল্লাহর তাওহীদ চর্চা, তাঁর শত্রুদেরকে শত্রু আর প্রিয় বান্দাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহর হক্ক আদায় করতে পারে না, সে কীভাবে আল্লাহর পথে চলবে এবং হেদায়েতপ্রাপ্তদের তাবুতে শামিল হবে!? বিশেষত যখন সে বসবাস করছে ফিতনা ও মালাহিমের অন্ধকার যুগে!